# অনিকেত

বৈকালিকের পত্রিকা ১৪১৮

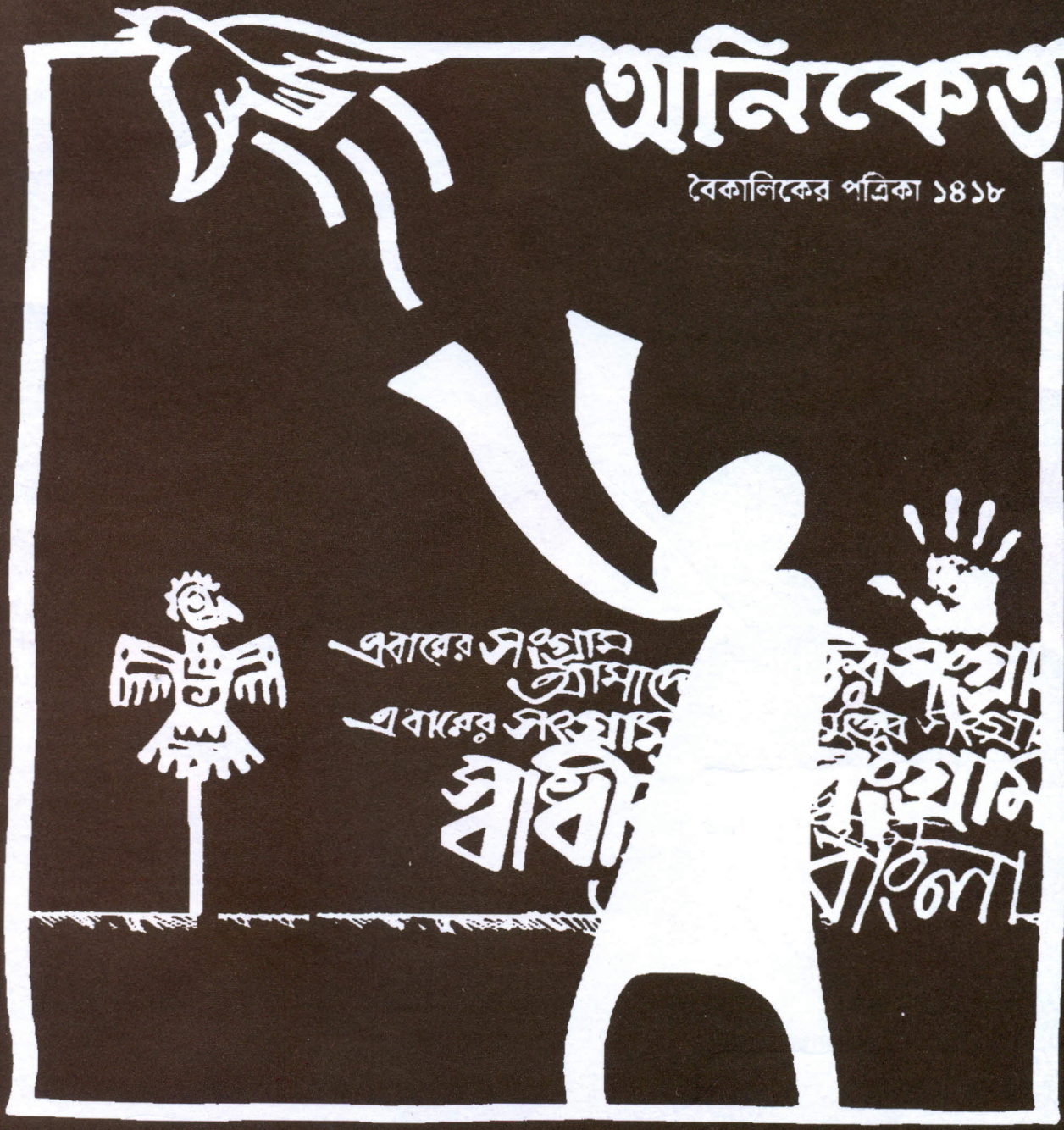

## সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| কোথাও মেলে — কোথাও না মেলে | *অধ্যাপক জয় সেন* | ৫ |
| মায়ের মাটি...আমার আকাশ | *সঙ্গীতা ধাড়া* | ৭ |
| অনুভূতিগুলো | *জিৎ মুখার্জী* | ৯ |
| দুজনে | *সৌম্য মাইতি* | ১০ |
| আমার নীরার জন্য | *শিতাংশু* | ১১ |
| যন্ত্র-না | *মঞ্জিরা* | ১২ |
| বসন্ত | *প্রদীপ্ত পাত্র* | ১৩ |
| বেলাবসান | *পৃথা* | ১৪ |
| তারার জন্ম | *অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ* | ১৫ |
| ফেসবুক যুগে অন্য তরুণ | *অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ* | ১৭ |
| উপদ্রুত শিলান্যাস | *কৌস্তভ করাট* | ১৯ |
| অনির্ণেয় | *সুমিত মণ্ডল* | ২১ |
| গুপী যন্ত্র | *অধ্যাপক সোমনাথ সেন* | ৩২ |
| প্রশ্নোত্তর | *সায়ন্তী মজুমদার* | ৩৩ |
| নৈঃশব্দ্যের গান | *বিজিৎ কুমার দাস* | ৩৪ |
| তোমাকে মনে করেই | *ত্রিদিব কুমার মণ্ডল* | ৩৬ |
| আকাশলীন | *সৌম্য মাইতি* | ৩৮ |
| রূপান্তর | *দেবব্রত পোদ্দার* | ৪৯ |
| যে তোমায় ভালবাসে | *বরুণ সাহা* | ৫০ |
| ইচ্ছে মতন | *অন্বেষা সেনগুপ্ত* | ৫১ |
| অর্থহীন | *অধ্যাপক অনুপম বসু* | ৫৩ |
| এবারের ঝরা পাতার দিনে | *দেবাশিস বেরা* | ৫৫ |
| মনখারাপের দুপুরবেলা | *সম্বুদ্ধ অধিকারী* | ৫৬ |
| ঠিক গল্পের মতো | *সায়ন্তী মজুমদার* | ৫৭ |
| কলেজবেলার "ডাকঘর" | *কৌস্তভ বরাট* | ৬০ |
| দুটি কবিতা | *চন্দন মিশ্র* | ৬১ |

# তারার জন্ম

*অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ*

বড় অপূর্ণ আছে এ জীবন—
আকাশের বহু তারা আজো
চিনে উঠতে পারি নি।
যে একটি তারাকে খুঁজে পেলে
তৈরী হবে সমীকরণ
যার জন্য এ জীবন, বেঁচে থাকা,
অকারণ বিরতিহীন ব্যথা পাওয়া,
কুয়াশাবৃত হেমন্ত সন্ধ্যার মত
সে আজো আছে চেতনার বাইরে।
অভিমানী দূরাশ্রয়ী প্রেমের মত
তাকে যেন কখনো অনুভব করি
অথচ অশ্রুসিক্ত অস্পষ্ট সে মুখ
কিছুতে পারি না ছুঁতে,
এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও।

জ্যোৎস্নাস্নাত জীবনের ছায়া
ক্রমশঃ বড় হতে দেখে
বুঝতে পারি সাধনার এ সুযোগ
একদিন শেষ হবে,
শেষ হবে তারা দেখা,
সদ্যজাগা পাখীর শিসের সাথে।

বড় আশ্রয়হীন, অশান্ত, নিরর্থক লাগে।
সপ্তর্ষি মণ্ডলের আঁকিবুকি ধরে
পায়চারী করি অনবরত,
কড়িকাঠের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি,
কম্পিউটারের কী-বোর্ডে আঙুল চালাই।
কন্যাকুমারিকার সাগর সঙ্গমে
জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
এক সৌম্যদর্শন পুরুষ
ক্রমাগত কানের কাছে বলতে থাকেন
"দাগ রেখে যা", "একটা দাগ রেখে যা"।

অস্তায়মান চাঁদের থেকে
চোখ সরিয়ে এনে
তাকাই ধ্রুবতারার দিকে।
দেখতে পাই এভন ও ক্যাম নদীর ধারে
বিদ্যাতীর্থ ছুঁয়ে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে
বা সাও পাওলো নগরীতে,
ইউরোপে, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায়, এশিয়ায়,
এই বাংলার বুকে, পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলস্টেশনের পাশে,
সর্বত্র, প্রতি মুহূর্তে গড়ে উঠছে,
বড় হচ্ছে উৎকর্ষের বহু কেন্দ্র—
আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা।

প্রতিদিন আমি ওদের মধ্যে
তিলে তিলে ভরে দিই
আমার সত্ত্বার এক একটি অংশ।
আমার যন্ত্রণাজাত যেটুকু চেতনা
অকাতরে শুষে নেবে ওরা
মাতৃবৃন্ত থেকে শিশুর মত।
ওদের সাফল্য আমার মুখ্য প্রেরণা
ওদের বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র হওয়া আমার শান্তি।

যেদিন আমি আকাশের বুকে তারা হয়ে যাব,
জানি, সেদিনও থেকে যাবে
এই মাটির উপর পৃথিবীময়
অসংখ্য তারা।

# তারার জন্ম

## অভিজিৎ গুহ

বড় অপূর্ণ আছে এ জীবন —
আকাশের বহু তারা আজো
ছিঁড়ে উঠতে পারি নি।
যে একটি তারাকে খুঁজে পেলে
তৈরী হবে সমীকরণ
যার জন্য এ জীবন, বেঁচে থাকা,
অকারণ বিরতিহীন ব্যথা পাওয়া,
কুয়াশাবৃত হেমন্ত সন্ধ্যার মত
যে আলো আছে চেতনার বাইরে।
অভিমানী দুরাশ্রয়ী প্রেমের মত
তাকে যেন কখনো অনুভব করি
অথচ অশ্রুসিক্ত অস্পষ্ট সে মুখ
কিছুতে পারি না ছুঁতে,
এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও।

I

জ্যোৎস্নাস্নাত জীবনের ছায়া
ক্রমশ: বড় হতে দেখে
বুঝতে পারি বাঁচার এ সুযোগ
একদিন শেষ হবে,
শেষ হবে তারা দেখা,
সদ্যজাগা আবীর মিশ্রের সাথে।

II

বড় আশ্রয়হীন, অশান্ত, নিরর্থক লাগে।
সপ্তর্ষিমণ্ডলের আঁকিবুকি ঘিরে
পায়চারী করি অনবরত,
কড়িকাঠের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি,
কম্পিউটারের কী-বোর্ডে আঙুল চালাই।
কন্যাকুমারিকার সাগরসঙ্গমে
জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
এক সৌম্যদর্শন পুরুষ
ক্রমাগত কানের কাছে বলতে থাকেন
"দাগ রেখে যা", "একটা দাগ রেখে যা"।

III

অস্তায়মান চাঁদের থেকে
চোখ ফিরিয়ে এখন
তাকাই ধ্রুবতারার দিকে।
(এভন)
(avon)
IV
দেখতে পাই এভন ও ক্যাম নদীর তীরে
বিদ্যাতীর্থ ছুঁয়ে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে
বা সাও পাওলো নগরীতে,
ইউরোপে, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায়, এশিয়ায়,
এই বাংলার বুকে, পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলস্টেশনের পাশে,
সর্বত্র, প্রতি মুহূর্তে গড়ে উঠছে,
বড় হচ্ছে উৎকর্ষের বহু কেন্দ্র —
আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা।

(contd...)

## তারার জন্ম (contd...)

### অভিজিৎ গুহ

V

প্রতিদিন আমি ওদের মধ্যে
তিলে তিলে ভরে দিই
আমার মজ্জার এক একটি অংশ।
আমার মস্তিষ্কজাত যেটুকু চেতনা
অকাতরে শুষে নেয় ওরা
মাতৃবৃন্ত থেকে শিশুর মত।
ওদের সাফল্য আমার মুখ্য প্রেরণা
ওদের বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র হওয়া আমার শান্তি।

২৫ ফেব্রুয়ারী
২০২১
12:30 am

VI

যেদিন আমি আকাশের বুকে তারা হয়ে যাব,
জানি, সেদিনও থেকে যাবে
এই মাটির উপর পৃথিবীময়
অসংখ্য তারা।